খুবই চতুর, ধুরন্ধর ও অর্থলিপ্সু সাহেদ : র্যাব ডিজি

র্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, সাহেদ নিজেকে নিরাপরাধ দাবি করলেও মূলত তিনি একজন চতুর, ধুরন্ধর এবং অর্থলিপ্সু। আজ বুধবার বিকেল ৩টায় সাহেদকে নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

র্যাব ডিজি বলেন,গত মঙ্গলবার রাতে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে রিজেন্ট গ্রুপের এমডি মাসুদ পারভেজকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাসুদ পারভেজের দেওয়া তথ্যে রিজেন্টের চেয়ারম্যান সাহেদ করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রসঙ্গত, বুধবার ভোর ৫টা ১০ মিনিটে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর সময় সাহেদকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।
বিস্তারিত আসছে…

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘জাল টাকায় ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ’

রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সাহেদকে ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে একটি বাসায় অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। সেটি সাহেদের গোপন বাসা বলে জানিয়েছে র্যাব। সেখানে থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। যে টাকা দিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে র্যাব সদর দফতর থেকে সাহেদকে নিয়ে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের ৬২ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব। সেখানে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে অভিযান।

র্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাহেদের দেওয়া তথ্য মতে, ওই গোপন বাসা থেকে যে জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, তা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতো। ভুক্তভোগীরা দীর্ঘদিন ঘুরেও যখন টাকা পাচ্ছিল না তখন এসব টাকা পেয়ে অনেকই খুশি হতেন।

তিনি বলেন, তবে যখন এসব টাকা নিয়ে বিপাকে পড়তেন, বুঝতেন জালটাকা- তখন আবারও ভুক্তভোগীরা সাহেদের কাছে যেতেন। এরপর সাহেদ বলতো, আমি আপনাদের ঋণের টাকা পরিশোধ করেছি, আর এখন বলছেন এসব টাকা জাল। এখন কী করবেন, যান মামলা করেন আমার নামে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পশুর বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে চুয়েটের পূর্ণাঙ্গ মডিউল

গরু ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট জায়গা। গরু পর্যবেক্ষণে থাকবে বিশেষ জায়গা। থাকবে চলাচলের পৃথক পথ। হাটে আসা পশুগুলোকে রাখা হবে নির্দিষ্ট আয়তনে। পশু রাখার স্থান পরিষ্কার রাখতে পরিবেষ্টিত থাকবে বর্গাকারের নালা। এতে পশু রাখার পথগুলো থাকবে শুকনো। প্রত্যেক মডিউলের কেন্দ্রীয় স্থানে দূর থেকে বিক্রেতারা অবস্থান করতে পারবেন। রাখতে পারবেন পশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আছে হাত ধোয়ার নির্দিষ্ট জায়গা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড, জীবাণুমুক্তকরণ চেম্বার পার করেই প্রবেশের নির্দেশনা।

কোরবানির বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে এমন একটি মডিউল তৈরি করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের তিন শিক্ষার্থী। চুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি সৈয়দ ইমাম বাকেরের উদ্যোগ এবং চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম ও ফারহান আরিফ রহমান মডিউলটি উদ্ভাবন করেন। মডিউলটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ১৩০০ বর্গফুট জায়গার হাটে। এর

মাধ্যমে দেশে যেকোন হাটে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। কমবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি। ইতোমধ্যে মডিউলটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) পশুর হাটে বাস্তবায়নে গত রবিবার চসিক মেয়র ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মঙ্গলবার বাজার ইজারাদারদের সামনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মডিউলটি উপস্থাপন করা হয়।

চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম বলেন, ‘বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে কোরবানির হাটে সংক্রমণের ঝুঁকিটা প্রকট। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাট বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জের। বর্তমানে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আসে। তাই পশুর হাটের স্বাস্থ্যবিধি কেমন হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ মডিউল তৈরি করেছি। ইতোমধ্যে চসিকের কাছে মডিউলটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি চসিকের বাজারে বাস্তবায়ন করা হবে।’
চসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মুফিদুল আলম বলেন, ‘চুয়েটের শিক্ষার্থীদের মডিউলটি সময়োপযোগী। সেখানে ব্যক্তি ও সামাজিক দূরত্ব, স্যানিটাইজার ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সব উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে ইজারাদারদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। আশা করি, সকলেই মডিউল অনুসারে বাজারে পশু বিকিকিনি করবেন।’

চসিকের রাজস্ব শাখা সূত্রে জানা যায়, নগরে তিনটি স্থায়ী ও চারটি অস্থায়ী পশুর হাট বসবে। স্থায়ী হাটগুলো হচ্ছে-সাগরিকা, বিবিরহাট ও পোস্তারপাড় ছাগলের বাজার। অস্থায়ী চারটি হলো কমল মহাজন হাট, সল্টগোলা গরুর বাজার, বাটারফ্লাই পার্কের দক্ষিণের খালি মাঠ ও কর্ণফুলী পশুর বাজার। চাঁদদেখা স্বাপেক্ষে আগামী সোম বা মঙ্গলবার থেকে হাটগুলোতে পশু বিকিকিনি শুরু হবে।

চসিক ইজারাদারদের জন্য কিছু করণীয় নির্ধারণ করেছে। নির্দেশনার মধ্যে আছে, পশুর দূরত্ব নিশ্চিত, ঠিকাদারদের পক্ষে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার, সকাল থেকে বাজার বসানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, লোকসমাগম নিয়ন্ত্রণ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পশু বাঁধার খুঁটি, ছাউনি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও জীবাণুনাশক সামগ্রী বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট দোকান, আইনশৃংখলা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্প ছাড়া আর কোন ধরনের দোকানপাট বা স্থাপনা থাকবে না, বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোররা বাজারে না আসা এবং ক্রেতার সঙ্গে সর্বোচ্চ দুইজনের বেশি না থাকা।

করোনায় আরও ৩৩ জনের প্রাণহানি

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৪৫৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫৩৩ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫৯০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৯৬ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫ হাজার ২৩ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৩০৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৫৩৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২৫ দশমিক ২৩ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭ জন ও নারী ৬ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৪৫৭ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা এক হাজার ৯৪০ জন আর নারী ৫১৭ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৯৬ জন এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ৫ হাজার ২৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৪ দশমিক ২৫ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৩ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৮১-৯০ বছরের ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৪৩ জন এবং বাড়িতে ৪ জন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ৭ জন, রাজশাহীতে ২ জন, খুলনায় ৫ জন এবং রংপুরে ৩ জন মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ২২৪ জন, চট্টগ্রামে ৬৩৩ জন, রাজশাহী ১২৭, খুলনায় ১৩৮ জন, বরিশালে ৮৯ জন, রংপুরে ৮০, সিলেটে ১১০ এবং ময়মনসিংহে ৫৬ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২৭ জন এবং বাড়িতে ৬ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সূত্র-যুগান্তর

আলমডাঙ্গা পশুহাট দুইভাগে বিভক্ত

আলমডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহি পশুহাট দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। পৌরসভার দখলে থাকা বিশালাকার পশুহাটের প্রায় অর্ধেক অংশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নতুন করে অন্য একজনকে ইজারা দেওয়ায় হাটটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

বুধবার (১৫ জুলাই) সাপ্তাহিক হাটের দিনের সকাল ১০ টার দিকে রেল কর্তৃপক্ষ তাদের অংশের চারদিকে লাল পতাকা টাঙিয়ে দিয়ে যান। এ সময় নতুন ইজারা পাওয়া রবিউল ইসলাম ও আলমডাঙ্গা যুবলীগের সমর্থনে শতাধিক নেতাকর্মী হাট এলাকায় সমবেত হন। এতে উত্তেজনাও দেখা দেয়।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আলমডাঙ্গা সহকারী কমিশনার (ভুমি) হুমায়ুন কবীর, থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বিপুল সংখ্যক পুলিশসহ পশুহাট এলাকায় উপস্থিত হন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, যারা ইজারা পেয়েছেন তাদেরকে ডিসি ও এসপি বরাবর চিঠি দিতে বলা হয়েছে। আমরা আদেশ পেলে তাদের স্বত্ব বুঝিয়ে দিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, ৮ জুলাই রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় কার্যালয়ে আলমডাঙ্গার লালব্রীজ সংলগ্ন পশুহাটের রেলভুমির উন্মুক্ত ডাক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুষ্টিয়ার খোর্দ আইলচারা গ্রামের আকবর আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম ৫ জন দরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ দরে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলমডাঙ্গা পশুহাটের রেলভুমির ইজারা পান।

ওইদিনই রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় অঞ্চলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নুরুজ্জামান স্বাক্ষরিত একটি আদেশনামা দেওয়া হয়।

গাংনীতে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বামুুন্দীতে শিশু নির্য়াতন কারীর বিরুদ্ধে মানববন্ধনে বিচারের দাবী করায় উকিল নোটিশের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধনের সদস্য জাহিদুল ইসলাম বিপুল।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ২ জুলাই শিশু ধর্ষনের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন করেছিলেন স্থানীয়রা। সেখানে ধর্ষকের বিচারের দাবীকরে এবং ধর্ষকের পক্ষে কোনো উকিল না হওয়ার দাবী করে বক্তব্য দেয় উপস্থিতিরা।

সে বক্তব্যের বিরুদ্ধে গত ৭/৭/২০২০ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গার এ্যাডভোকেট খন্দকার ওহিদুল আলম মানি একটি উকিল নোটিশ পাঠায়। সেই উকিল নোটিশের জবাবে এ সংবাদ সম্মেল করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে শিশুর পিতা লালন হোসেন, পরিবর্তনের মেহেরপুরের পক্ষে মোঃ বদরুদ্দোজা, ◌েমশিউর রহমান, এনড্িএমএর পক্ষে জাবেদুর জনি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্যঃ গত ১৪ জুন ২০২০ ইং তারিখে গাংনীর বামুন্দিতে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে আক্কাস আলী নামের একজনকে অভিযুক্ত করে মামালা দায়ের করা হয়। মামলায় আক্কাস আলীকে পুলিশ আটক করে জেল হাজতে প্রেরন করে। বর্তমানে আক্কাস আলী জেল হাজতে রয়েছেন।

বেরিয়ে এল সাহেদের ‘দ্বিতীয় অফিস’, উত্তরার এক বাড়িতে অভিযানে র্যাব

রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদকে নিয়ে উত্তরার অভিযান চালাচ্ছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। বুধবার সকালে উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর সড়কের ৬২ নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে এই অভিযান শুরু হয়।

কী কারণে সেখানে অভিযান জানতে চাইলে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, এটা সাহেদের দ্বিতীয় অফিস। এই ফ্ল্যাটের খবর আগে পায়নি র্যাব। সাহেদকে গ্রেপ্তারের পর তার কাছে এই ফ্ল্যাটের হদিস মেলে বলে র্যাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এর আগে এক সপ্তাহ ধরে পলাতক সাহেদকে বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সাতক্ষীরার দেবহাটা সীমান্তবর্তী কোমরপুর গ্রামের লবঙ্গবতী নদীর তীর থেকে একটি গুলিভর্তি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার

সকাল ৯টায় সাহেদকে নিয়ে র্যাবের হেলিকপ্টারটি রাজধানীর তেজগাঁওয়ের পুরাতন বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট সাহেদকে

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান পলাতক আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদকে।

বুধবার ভোরে র্যাবের বিশেষ অভিযানে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার রামগতি সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ জানান, সাহেদ করিম ওরফে মো. সাহেদকে ঢাকায় আনা হয়েছে। সাতক্ষীরা থেকে র্যাবের অভিযান দলের সঙ্গে হেলিকপ্টারযোগে তাকে ঢাকায় আনা হয়।

র্যাব সূত্র জানায়, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাহেদকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

এর আগে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হেলিকপ্টারটি ঢাকা থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

বিমানবন্দর থেকে সাহেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাব সদরদফতরে নেয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসবাদ শেষে বুধবারই তাকে উত্তরা পশ্চিম থানায় হস্তান্তর করা হবে।

তবে সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে থানার মাধ্যমে আজই আদালতে প্রেরণ করা হবে কিনা এ বিষয়ে র্যাবের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

এর আগে রিজেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজকে গ্রেফতার করে র্যাব। মঙ্গলবার বিকালে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সরকারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে টাকার বিনিময়ে করোনাভাইরাস শনাক্তের নমুনা সংগ্রহ করা এবং ভুয়া সনদ দেয়ার অভিযোগ ৬ জুলাই র্যাব রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায়।

অভিযানে ভুয়া করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট, করোনা চিকিৎসার নামে রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়সহ নানা অনিয়ম উঠে আসে। পরে রোগীদের সরিয়ে রিজেন্টের উত্তরা ও মিরপুর শাখা সিলগালা করে দেয়া হয়।

পর দিন উত্তরা পশ্চিম থানায় র্যাব বাদী হয়ে মো. সাহেদকে প্রধান আসামি করে ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করে।

সে মামলায় ৯ দিন পলাতক থাকার পর গ্রেফতার হলেন মো. সাহেদ।

ওই মামলায় সাহেদকে থানার মাধ্যমে সেই সময় প্রধান আসামিসহ ৯ জন আসামিকে পলাতক দেখিয়ে এজাহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আসামিরা হলেন রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজ, রিজেন্ট হাসপাতালের কর্মী তরিকুল ইসলাম, আবদুর রশিদ খান জুয়েল, মো. শিমুল পারভেজ, দীপায়ন বসু, আইটি কর্মকর্তা মাহবুব, সৈকত, পলাশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব ১. হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, ২. হেলথ টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, অভ্যর্থনাকারী কামরুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক, রিজেন্ট গ্রুপের গাড়িচালক আবদুস সালাম ও নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রশিদ খান।

এসব আসামির মধ্যে সাতজনকে ইতিমধ্যে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আসামিদের আদালতে হাজির করলে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম দেবদাস চন্দ্র অধিকারী আসামিদের কারাগারে পাঠানোর এ আদেশ দেন।

কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন- রিজেন্ট হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব হাসান, হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, হেলথ টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল হাসান ওরফে সুমন, মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক,

গাড়িচালক আবদুস সালাম ও হাসপাতালের কর্মী আবদুর রশিদ খান ওরফে জুয়েল। সূত্র- যুগান্তর

জিজ্ঞাসাবাদে যা বলছেন সাবরিনা

‘দাদা, আই হ্যাভ ইনফরমড্◌্ দ্য বুথ…আমার কথা বললেই হবে! চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনার রেফারেন্স বললেই হবে।’ ৩০ মে সাবরিনা নিজের মুঠোফোন থেকে কিউট সুমন নামের একজনকে মেসেজ দিয়েছিলেন। ৩ জুন তিনি আরেকটি নম্বরে মেসেজ দিয়ে লিখেছেন, ‘আমার রেফারেন্স দিতে বলো। ডা. সাবরিনা, চেয়ারম্যান, জেকেজি হেলথ কেয়ার।’ গ্রেফতারের পর থেকে দফায় দফায় অপরাধ অস্বীকার করে যাচ্ছেন ডা. সাবরিনা। তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা জলজ্যান্ত প্রমাণ তার সামনে হাজিরের পরও তা কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিছু সময় পরপরই তিনি কেঁদে কেঁদে বলছেন, তিনি একজন ক্যাডার কর্মকর্তা। তার সঙ্গে সঠিক আচরণ করা হচ্ছে না। তিনি অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন। তবে শিগগিরই সাবরিনা ও তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরীকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট একজন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, ‘সাবরিনা তো দারুণ স্মার্ট। গ্রেফতারের আগেই মনে হয়ে তিনি কারও কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কীভাবে তদন্ত কর্মকর্তাকে মোকাবিলা করবেন। কীভাবে কতটুকু উত্তর দেবেন। কিছুটা চুপ থাকার পর ফের করোনা পরীক্ষা নিয়ে ভয়ংকর প্রতারণায় লিপ্ত প্রতিষ্ঠান জেকেজির সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি বরাবরই এড়িয়ে যাচ্ছেন ডা. সাবরিনা আরিফ চৌধুরী। তবে নিজের রেখে দেওয়া প্রমাণ সামনে আনলেও তা আনঅফিশিয়াল বলে দাবি করছেন তিনি।’ এদিকে জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা আরিফ চৌধুরীর বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় দায়ের করা প্রতারণার মামলা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সোমবার রাতে মামলাটি ডিবিতে হস্তান্তর করা হয় এবং এখন ডিবি পুলিশ মামলাটি তদন্ত করবে বলে জানিয়েছেন তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার হারুন অর রশীদ। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমরা এরই মধ্যে আরিফ-সাবরিনা গংয়ের অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলেছি। বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তার জন্য যা অনেক কাজে

লাগবে। যত কৌশলই করুন না কেন, নিজের অপরাধের দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারবেন না ডা. সাবরিনা।’

মামলার তদন্ত তদারক কর্মকর্তা ডিবির যুগ্ম-কমিশনার মাহবুব আলম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমরা শিগগিরই সাবরিনা ও আরিফকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করব। তবে এখন পর্যন্ত যেসব প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে, তাতে করে সাবরিনার পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আর দুই দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে পুনরায় রিমান্ডের আবেদন করা হবে।’ জানা গেছে, করোনার পরীক্ষা নিয়ে কেলেঙ্কারির পর জেকেজি ও সাবরিনা-আরিফ দম্পতির গল্প এখন সবার মুখে মুখে। অতীতে তাদের ভয়ে মুখ না খুললেও এখন তাদের পরিচিতজনেরাই এখন নাম না প্রকাশের শর্তে নানা বিষয়ে মুখ খুলছেন। কীভাবে তারা বাগিয়ে নিয়েছেন বড় বড় কাজ, কীভাবে অফিস কিংবা সর্বত্র ক্ষমতার দাপট দেখাতেন এমন সবকিছু। জেকেজির লাইসেন্স না থাকার পরও বাগিয়ে নেন করোনা পরীক্ষার কাজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের অজানা অনেক কাহিনি।
তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গতকাল সকাল থেকেই ডিবি পুলিশ সাবরিনাকে তিন দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগকে অনিয়মের স্বর্গরাজ্য করে রেখেছিলেন এই সাবরিনা। আর ছায়া হয়ে পাশে থেকেছেন ‘ইউনিট প্রধান’ পদের একজন চিকিৎসক। সেই চিকিৎসকের ছত্রচ্ছায়াতেই অনিয়মের চূড়ায় উঠেছিলেন সাবরিনা। দিনের পর দিন কাজ না করেই নিতেন বেতন। সুনজরে ছিলেন বলে অনুপস্থিত থাকার পরও সাবরিনার নাম উঠে যেত হাজিরা খাতায়। এদিকে গ্রেফতারের পর বর্তমানে কারাগারে থাকা আরিফুল হক চৌধুরীর পুনরায় সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে ডিবি। আগামীকাল এ বিষয়ে শুনানি হবে বলে নিশ্চিত করেছে আদালত সূত্র। সূত্র আরও বলছে, নিজেকে বাঁচাতে আরিফকে ডিভোর্স লেটার পাঠানো এবং অফিস আদেশ জারি করাও কৌশল হতে পারে সাবরিনার। কারণ সাবরিনাকে সব সময় ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছেন আরিফ। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের (এনআইসিভিডি) এক চিকিৎসকের সঙ্গে পার্টনারশিপে ধানমন্ডিতে একটি ফাস্টফুড ও কফিশপ দিয়েছিলেন সাবরিনা। ওই চিকিৎসকের বাসায় মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন পার্টিতে অংশ নিতেন তিনি। এসব কিছু অজানা ছিল না তার স্বামী আরিফের। তবে হঠাৎ করেই তাদের ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ করেই ওই চিকিৎসকের সঙ্গে স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা মেনে নিতে পারছিলেন না আরিফ। ৪ জুন তিনি হাজির হন স্ত্রীর

অফিসের ১৫ তলার ফ্লোর থেকে এই মনগড়া করোনা পরীক্ষার প্রতিবেদন তৈরি করে হাজার হাজার মানুষের মেইলে পাঠায় তারা। তাদের কার্যালয় থেকে জব্দ ল্যাপটপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর করোনা টেস্ট জালিয়াতির এমন চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, জেকেজির টেস্টে জনপ্রতি নেওয়া হতো সর্বনিম্ন ৫ হাজার টাকা। বিদেশি নাগরিকদের কাছে জনপ্রতি ১০০ ডলার। এ হিসাবে করোনার টেস্ট-বাণিজ্য করে জেকেজি হাতিয়ে নিয়েছে ৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

আনন্দ ট্রিপের নামে হানিমুন ট্রিপ: সব সময়ই পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী সাবরিনা- এ কথা তার ঘনিষ্ঠজনদের অজানা নয়। করোনার ভুয়া প্রতিবেদন তৈরির বিষয়টি জেকেজির প্রায় সব কর্মীর কাছে ওপেন সিক্রেট ছিল। তারা যাতে বিষয়টি বাইরে প্রকাশ করে না দেন সে জন্য ভিন্ন কৌশল হাতে নেন ডা. সাবরিনা ও তার স্বামী আরিফ। সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করার পর এক দিন ?‘আনন্দ ট্রিপের’ নামে ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে একজন নারী ও একজন পুরুষ কর্মীকে আলাদাভাবে পাঠানো হতো। এর নাম তারা দিয়েছিল ‘হানিমুন ট্রিপ’। মহাখালীতে তিতুমীর কলেজের মাঠে জেকেজি যে করোনা বুথ স্থাপন করেছিল, সেখানে প্রায় প্রতি রাতে মদের পার্টি বসত। জেকেজির কর্মীরা রাতভর সেখানে নাচানাচি করতেন।

নায়িকা হতে চেয়েছিলেন প্রতারক ডা. সাবরিনা: ডা. সাবরিনা ২০১৬ সালে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন দেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলের অনলাইন পোর্টালে। সেখানে বলেছিলেন নিজের মনের অনেক কথা। বলেছিলেন, তিনি মূলত চিত্রনায়িকা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার বাবার ইচ্ছার কাছে হার মানতে হয়েছে তাকে। হয়েছেন চিকিৎসক। সুনামও কুড়িয়েছেন। তবুও রুপালি পর্দা এখনো তাকে টানে। এখনো সময় পেলে নাচ করেন। অংশ নেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়।

প্রসঙ্গত, জেকেজির ভুয়া করোনা টেস্টের মামলায় সাবরিনাসহ আরও সাতজন আসামি রয়েছেন। অন্যরা হলেন- সাবরিনার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী, আরিফুলের ভগ্নিপতি সাঈদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী হুমায়ুন কবির, তানজিনা পাটোয়ারী, মামুন ও বিপ্লব। রবিবার সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের তেজগাঁও ডিভিশনে আনা হলে পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। সোমবার ঢাকার একটি আদালত সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted] [redacted] -[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

খোকন স্থানীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাভ হবে এবার নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।